দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 3 ...

মেধাবীদের স্কুল

জাতীয় শিক্ষাকমিশন উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছে। শিক্ষাকমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, দেশের দশটি ক্যাডেট কলেজ, একটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং কোন কোন ল্যাবরেটরি স্কুলকে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায়। ধনী-গরিব নির্বিশেষে মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ পাবে। এর যাবতীয় ব্যয় সরকার বহন করবে।

শিক্ষাকমিশনের এই সুপারিশ যুক্তিসম্পন্ন বলেই আমরা মনে করি। জ্ঞান বা শিক্ষা অর্জনে মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সঙ্গে মেধাহীনদের নানা বিষয়েই বৈষম্য দেখা দেবে। শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, সময়ের হিসাবেও পার্থক্য থাকবে। একজন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী যে সময়ে কোর্স শেষ করবেন সে সময়ে মেধাহীনের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। একজনের জন্য অরেকজনের পিছিয়ে পড়াও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এক সঙ্গে এই দুই দলের শিক্ষাগ্রহণের ফলে উভয়েরই মেধার যথার্থ বিকাশে বাধা দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরে ২৭ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী মাত্র একভাগ। মেধাসম্পন্ন এবং মেধাহীন শিক্ষার্থীর ভাগ বাটোয়ারা সঠিকভাবে করা সম্ভব হলে আশা করা যায় ভর্তি সমস্যারও কিছুটা সুরাহা হবে। তবে গরীব মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করবার কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না। সম্ভবত মেধা যাচাই হবে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল দেখে। আজকাল সাধারণত ধনী ঘরের শিক্ষার্থীরাই ভাল ফল করতে সক্ষম হয়। কারণ তারা একেক জনের জন্য চার পাঁচজন প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগ করতে সক্ষম। গরীব শিক্ষার্থীরা তা পাবে না। সেজন্যই বলছিলাম আমাদের শিক্ষাঙ্গনে প্রকৃত মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা খুব সহজ কাজ হবে না।

সহজ কাজ না হলেও যা ভাল, তার জন্য কঠিন সাধনা নিশ্চয় করা যায়। শিক্ষাকমিশনের প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করি। তবে আমরা বলব মেধাসম্পন্নদের চিহ্নিত করবার সঠিক পদ্ধতি চাই। এবং মেধাহীনদের জন্যও উপযোগী ব্যবস্থা দরকার।